প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির তালিকা

জেলার নাম: **সিলেট**

সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১২টি (ডিসেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)**

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, প্রত্নতত্ত্ব ভবন, এফ-৪/এ, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা- ১২০৭
director_general@archaeology.gov.bd | www.archaeology.gov.bd

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**শাহজালাল দরগাহ**	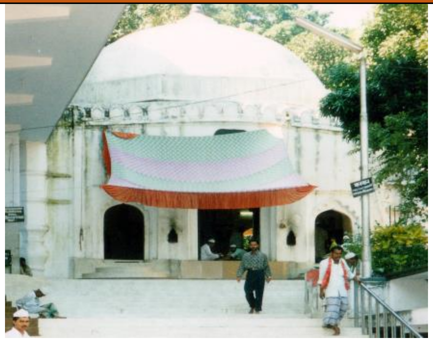	সিলেট সদর	২৪°৫৪'০৮.৬" উ. ৯১°৫১'৫৬.৫" পূ.	আসাম গেজেট ১৪ জুলাই, ১৯২১	হযরত শাহ জালাল (র:) খ্রিস্টীয় ১৪ শতকের ইসলাম ধর্মের একজন সাধক। হযরত শাহজালালের দরগাহ-এর উল্লেখযোগ্য প্রাচীন স্থাপত্য ইমরাতটি বর্গাকার এক গম্বুজবিশিষ্ট। এটি ফৌজদার ফরহাদ খান ১০৮৮ হিজরি (১৬৬৭ খ্রি.) নির্মাণ করেন। বড় এক গম্বুজটির চার কোণে ৪টি পার্শ্ব বুরুজ রয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে ৩টি প্রবেশ পথ রয়েছে। এ প্রবেশ পথগুলোর মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রবেশপথটি অপেক্ষাকৃত বড়।
২.	**শাহপরাণ দরগাহ**		সিলেট সদর	২৪°৫৪'২৩.৯" উ. ৯১°৫৬'০৫.৪" পূ.	আসাম গেজেট ২২ এপ্রিল, ১৯২১	সিলেট শহর থেকে জয়ন্তিয়াপুর যেতে প্রায় চার মাইল পূর্ব দিকে শাহ পরাণের মসজিদ ও দরগাহ অবস্থিত। এখানে সমাহিত রয়েছেন শাহ পরাণ নামে বিখ্যাত দরবেশ। আনুমানিক ১৭৪৫ খ্রিস্টাব্দে সমাধি সৌধটি নির্মাণ করা হয়।
৩.	**তিন মন্দির** (রাজা গম্ভীর সিং এর তিন মন্দির)		সিলেট সদর শিব বাড়ি লামা বাজার	২৪°৫৩'৪৯.৭" উ. ৯১°৫১'৪১.২"পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ১৯ জুলাই ২০১২	সিলেট সদর উপজেলার লামা বাজার শিব বাড়িতে তিনটি মন্দির পাশাপাশি অবস্থিত। প্রথমটির ভূমি নকশা আয়তাকার এবং পরের দু'টি বর্গাকার। রাজা গম্ভীর সিংহ কর্তৃক এ মন্দিরগুলো নির্মাণ করা হয়। যিনি মনিপুর রাজ্যের অধিপতি ছিলেন বলে জানা যায়। ব্রহ্মযুদ্ধের সময় খ্রিস্টীয় ১৮২৫ সালে যান্দাবো শহরে যে সন্ধি হয়, তার শর্ত মতে গম্ভীর সিংহ মণিপুরের অধিপতি বলে স্বীকৃত হন। সে সময়ে মন্দির ৩টি নির্মিত বলে ধারণা করা যায়।
৪.	**শ্রী চৈতন্য মন্দির**		গোলাপগঞ্জ	২৪°৪৮'১৬.৯" উ. ৯২°০২'৩২.১" পূ.	আসাম গেজেট ১৫ মে, ১৯২১	এটি শ্রী চৈতন্য দেবের আদি বাসস্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। খ্রিস্টীয় ১৮ শতকের মধ্যভাগে তৎকালীন সিলেটের দেওয়ান গোলাব রায়ের উদ্যোগে মন্দিরটি নির্মিত। সম্প্রতি মন্দির কমিটি এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আর্থিক সহায়তায় এখানে পুরাতন মন্দিরের সংস্কার, নাট মন্দির পুনঃনির্মাণ এবং নতুন স্থাপত্যিক কাঠামো, যেমন- স্থায়ী চৈতন্য মঞ্চ ও চতুর্পাশ্বে সীমানা প্রাচীর নির্মাণ করা হয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৫.	**মেগালিথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈয়ারী স্মৃতিসৌধ। জৈন্তাশ্বর বাড়ীর সম্মুখস্ত রাস্তার দক্ষিণ পার্শ্বে লম্বা পাথর ৩টি ডিম্বাকৃতির ২টি**		জৈন্তাপুর	২৫°০৮'০৬.৫" উ. ৯২°০৭'২১.৭" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল, ১৯৮৪	জৈন্তেশ্বরী বাড়ি মূলতঃ জৈন্তিয়া রাজাদের পূজিত দেবতার বাড়ি। ১৬১৮ সালে জৈন্তিয়ার রাজা যশোমানিক কোচরাজ লক্ষী নারায়ণের কন্যাকে বিয়ে করলে উপহার হিসেবে ধাতুনির্মিত মুল্যবান একটি কালীমূর্তি প্রাপ্ত হন। উপহার হিসেবে প্রাপ্ত কালী মূর্তিটিকে এ বাড়িতে জৈন্তিশ্বেরী কালী নামে প্রতিষ্ঠিত করেন। আভিজাত্যের মিশেলে বাড়িটি নির্মাণ করেন। জৈয়েন্তশ্বরী রাজবাড়ির সম্মুখভাগে বাড়ির দেয়াল ও প্রবেশদ্বারসহ ছোট ও বড় কতিপয় প্রশস্তরখণ্ড (মেনহির ও ডলমেন) রয়েছে।
৬.	**মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। জৈন্তাশ্বও বাড়ীর দক্ষিণ সংলগ্ন। লম্বা পাথর ৯টি চৌকোনাকৃতির ৯টি ডিম্বাকৃতির ১টি**		জৈন্তাপুর	২৫°০৮'০৫.৭" উ. ৯২°০৭'২১.১" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল ১৯৮৪	দেব বংশের শেষ শাসক জয়ন্ত রায়ের জয়ন্তী নামক এক কন্যার সাথে খাসি আদিবাসী প্রধানের এক পুত্র লান্দোয়ারের বিয়ে হয়। এ বৈবাহিক সূত্র ধরে আনুমানিক ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে জৈন্তাপুর রাজ্য খাসিয়াদের শাসনাধীনে চলে যায়। ১৮৩৫ সালে ব্রিটিশ শাসন চালুর পূর্ব পর্যন্ত জৈন্তাপুর রাজ্য স্বাধীনভাবে খাসি রাজাদের দ্বারা শাসিত হত। জৈয়েন্তশ্বরী রাজবাড়ির সম্মুখভাগে বাড়ির দেয়াল ও প্রবেশদ্বারসহ ছোট ও বড় কতিপয় প্রশস্তরখণ্ড (মেনহির ও ডলমেন) রয়েছে।
৭.	**মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। বুটের তল। তামাবিল রোডের পূর্ব সংলগ্ন। লম্বা পাথর ৩টি চৌনাকৃতির ১টি ডিম্বাকৃতির ৪টি**		জৈন্তাপুর	২৫°০৮'২২.৫" উ. ৯২°০৭'১১.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল ১৯৮৪	মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধে (তামাবিল রোডের পূর্ব সংলগ্ন) ছোট ও বড় কতিপয় প্রশস্তরখণ্ড রয়েছে। যেগুলোর কিছু দণ্ডায়মান/মেনহির (menhir) অবস্থায় রয়েছে। খন্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে।
৮.	**মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের তৈরী স্মৃতিসৌধ। লম্বা পাথর ৮টি ডিম্বাকৃতির ১৪টি জৈন্তাশ্বর বাড়ীর সম্মুখস্থ রাস্তার পূর্ব পার্শ্বে।**		জৈন্তাপুর	২৫°০৮'০৫.০" উ. ৯২°০৭'২০.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল ১৯৮৪	মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধ-এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হলো বিরাট এক একটি খণ্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে। এ বেদীগুলো বিভিন্ন আকৃতির কোনটি বর্গাকার, আবার কোনটি প্রায় বৃত্তাকার। এ গুলোর পিছনে বেশ কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত বা মেনহির (menhir) রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল/পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো- অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**মেগালেথিক টম্ব বা আদি প্রস্তরযুগীয় পাথরের স্মৃতিসৌধ মন্ত্রী বাড়ীর সম্মুখে উত্তর-দক্ষিণ রাস্তার পূর্ব সংলগ্ন লম্বা পাথর ২টি চৌকোনাকৃতির ২টি**		জৈন্তাপুর	২৫°০৮'০৫.০" উ. ৯২°০৭'৩৫.৯" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ এপ্রিল ১৯৮৪	মেগালেথিক টম্ব বা পাথরের স্মৃতিসৌধ (মন্ত্রী বাড়ীর সম্মুখে) এর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য হল খন্ড পাথরকে পাথরের পায়ার উপর প্রতিষ্ঠিত করে বেদী হিসেবে ডলমেন (dolmen) আকারে স্থাপন করা হয়েছে। এ বেদীগুলো বিভিন্ন আকৃতির, কোনটি বর্গাকার, আবার কোনটি প্রায় বৃত্তাকার। এ গুলোর পিছনে বেশ কয়েকটি প্রস্তরখণ্ড মাটিতে খাড়াভাবে প্রোথিত বা মেনহির (menhir) রয়েছে। এর সামনে ইট দিয়ে নির্মিত তোরণ রয়েছে।
১০.	**ইরাবতি পান্থশালা**		জৈন্তাপুর	২৫°০৫'৫১.৩" উ. ৯২°০৭'০৩.০" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪	জৈন্তিয়া রাজ্যের রাজা দ্বিতীয় রাম সিংহ (১৭৯০-১৮৩২ খ্রিস্টাব্দে) ঢুপী নামক গ্রামের পশ্চিম পাশে বিদ্যমান উঁচু টিলায় ১৭৯৮ খ্রি. শিব মন্দির স্থাপন করেন। পূণ্যার্থীগণের বিশ্রাম বা রাত্রে অবস্থানের জন্য রাজা একই সময়ে শিব মন্দিরের পাশে ইরাবতি পান্থশালাটি নির্মাণ করেন। ইট দিয়ে নির্মিত দোচালাবিশিষ্ট এ পান্থশালাটি সিলেট-জৈন্তাপুর সড়কের মাঝখানে অবস্থিত।
১১.	**বাহাদুরপুর পুরান বাড়ী জামে মসজিদ**		বিয়ানী বাজার বাহাদুরপুর	২৪°৪৬'৩৮.৮" উ. ৯২°০৮'৫৮.২" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৭ সেপ্টেম্বর ২০১৭	তিন গম্বুজবিশিষ্ট চিনিটিকরীর এ মসজিদটি বাংলা ১৩৩৫ সনে শফিকুল হক চৌধুরী স্থাপন করেন। মসজিদটির পূর্ব দেয়ালে স্থাপিত: ১৩৪৯ হিজরী ও ১৩৩৫ বাংলা উৎকীর্ণ শিলিলিপি রয়েছে। এ হিসেবে মসজিদটি ১৯২৮ সালে নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদটির সামনে ১টি বারান্দা ও ৬টি মিনার বা টারেট (turret) রয়েছে। দেয়ালজুড়ে চীনামাটির ফলকের টুকরো দিয়ে কারুকার্য করা মসজিদটির গম্বুজের ড্রামে ও কার্নিসের নিচের অংশে মারলন নকশা রয়েছে। মসজিদটির পূর্ব দিকে শান বাঁধানো ঘাট বিশিষ্ট ১টি বড় পুকুর রয়েছে।
১২.	**গায়েবী দিঘীর প্রাচীন মসজিদ**	-	জকিগঞ্জ বারঠাকুরী	-	বাংলাদেশ গেজেট ০২ এপ্রিল, ১৯৮৭	তথ্য সংগ্রহের কাজ চলমান।